আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত

لعبة الفراعنة

من سحرة فرعون الأول إلى سحرة فراعنة آل سعود!

ফিরাউনদের খেলা

আবু সালমান ফারিস ইব্‌ন আহমদ আল শুয়াইল আজ জাহরানী

আরব উপদ্বীপে তাগুতের একটি জেলখানায় বন্দী;

আল্লাহ্ তাঁর মুক্তি দ্রুততর করুন।

ফিরাউনদের খেলা

প্রথম ফিরাউনের জাদুকর হতে

বর্তমানের *আল-স'উদ* ফিরাউনদের জাদুকর পর্যন্ত।

"আমরা তোমাদের *আল-স'উদ* যা দেখায় তা ছাড়া কিছুই দেখাই না এবং *আল-স'উদ* তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে পরিচালিত করে না।" (শীর্ষক প্রতিবেদন হতে)

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এই প্রবন্ধটির উৎস জেলখানার বন্দী শাখায় ফারিস আয-যাহরানী (আল্লাহ তাঁর মুক্তি তরান্বিত করুন) এর অডিও বক্তব্য যা ঈষৎ পরিমার্জিত আকারে বিতরণ করা হয়েছে।]

আবু সালমান ফারিস ইব্‌ন আহমদ আল শুয়াইল আজ জাহরানী

আরব উপদ্বীপে তাগুতের একটি জেলখানায় বন্দী; আল্লাহ্ তাঁর মুক্তি দ্রুততর করুন।

আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি তাদেরকে সম্মানিত করেন যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং লাঞ্ছিত করেন তাদেরকে যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যালিমদের সমূলে উৎপাটন করেন, যিনি কায়সারদের বন্দী করেন, এবং কিস্‌রাদের ভেঙ্গে টুকরো টুকরো দেন, সেই সত্ত্বা যিনি *তাওয়াগীত* (মিথ্যা উপাস্যদের) থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, (এ সবই) আল্লাহ্ তা'আলার সুন্নাহ্ এবং আপনি আল্লাহ্‌র সুন্নাহ্-তে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেন না এবং ভিন্নতাও দেখতে পাবেন না। এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রতি, যিনি মুজাহিদীনদের *ইমাম* (নেতা) এবং যিনি *তাওয়াগীতদের* উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন যা ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' এ সনদ সহীহ্ সহ বর্ণনা করেছেন, "*আমি তোমাদেরকে জবাই করতে এসেছি।*"[১]

অতঃপরঃ

যে ব্যক্তি আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ, সত্যের বাহক মুজাহিদীনদের সাথে তুলনা করলে আমরা পরিষ্কারভাবে *তাওয়াগীত*সমূহের অভ্যন্তরে নিহিত ফিরাউনদের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত, যার কিছু বিষয় সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব। যেহেতু তারা আজ বিস্তার লাভ করেছে এবং আক্রমন চালিয়েছে এবং তারা সত্যের বাহকদের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তারা এই অভিযানের জন্য তাদের সহজলভ্য সৈন্য, জাদুকর, আলিম, লেখক, সাংবাদিক এবং আকাশ সংস্কৃতির বাহকদের মধ্য হতে একদল বাহিনীকে উত্তেজিত করতে সমর্থ হয়েছে; তদুপরি তারা প্রমাণসহ সত্যের মোকাবেলা করতে অসমর্থ। তারা এর প্রমাণ বা সাক্ষ্যসহ সম্মুখীন হতে এবং খোলা আকাশে প্রতিপক্ষের সাথে তর্ক করতেও অসমর্থ। বরং তারা বিতর্কের আয়োজন করে তাদের সাথে যারা তাদের পথ ও পদক্ষেপ অনুসরণ করে বিভিন্ন টেলিভিশনসমূহের যেগুলোর তারা নিজেরাই মালিক যেমন, প্রথম জবরদখলঃ চ্যানেল ১, দ্বিতীয় জবরদখলঃ চ্যানেল ২, তৃতীয় জবরদখলঃ আল-আরাবিইয়াহ চ্যানেল, চতুর্থ জবরদখলঃ আলমাজাদ চ্যানেল, পঞ্চম জবরদখলঃ এম বি সি চ্যানেল এবং দশটি অন্যান্য চ্যানেল সমূহ এবং রেডিও ষ্টেশন ও পত্রিকাগুলোর মধ্যে আশ-শার্ক আল আতসাত , উকাথ, আল হায়াত, আল ওয়াতান, আর রিয়াদ, আল বিলাদ, আল জাজিরা... এবং একইসাথে তাদের আলিমরা গণমাধ্যমের অধিকাংশ পদ্ধতি ব্যবহার করে, যারা তাদের সাথে একই মঞ্চে দাঁড়ায় এবং তাদের কার্যসিদ্ধি করে উত্তম উপায়ে ধর্মপ্রচারের মঞ্চে, জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়, সতর্কীকরণ পদ্ধতিতে এবং অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে।

আমি বলিঃ তাদের সকলে একত্রিত হয়ে সত্য পথের যাত্রী যারা সত্যিকারের *শারী'য়াহ* এবং জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন তাদের সাথে আলোচনা করতে ব্যর্থ হবে। তারা এটা জানে এবং মুক্ত মুজাহিদীনদের প্রশ্নের উত্তর তারা এড়িয়ে যায় এবং এ প্রশ্নগুলো হলো নিগুঢ় প্রশ্ন যা ইসলামিক *শারী'য়াহ* প্রচুর গবেষণা করে সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সত্যিকার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ওয়েবসাইট সমূহে এবং অন্যান্য জায়গায়। আলিমগণ এসব প্রকাশনা এবং দাওয়াতের কথা জানে কিন্তু তারা সত্য দিয়ে উত্তর দিতে অক্ষম। কারণ *তাওয়াগীতের* হাতুড়ি তখন তাদেরকেও আঘাত করবে।

এবং যেসব প্রশ্নসমূহ সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে হতে কিছু প্রশ্ন নিম্নরূপ-

- **যেসব শাসক আল্লাহ্ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না তাদের ক্ষেত্রে এবং যারা শারী'য়াহ এবং হুদুদ প্রয়োগ করাকে নিষ্ক্রিয় করেছে তাদের ক্ষেত্রে হুকুম কি?**
- **এবং তাদের ক্ষেত্রে হুকুম কি যারা *তাওয়াগীতদের* আইন ও আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে মধ্যস্থতা করে?**
- **এবং সেসব শাসকের ক্ষেত্রে হুকুম কি যারা তাদের স্বরচিত আইন দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র ন্যায় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আরোপ করে?**
- **এবং সে শাসকের ক্ষেত্রে কি হুকুম যারা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে?**
- **এবং সেসব শাসকের ক্ষেত্রে কি হুকুম যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায় এবং পন্থায় যুদ্ধ চালায়। এগুলোর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রলোভনের মাধ্যমে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভয়-ভীতির মাধ্যমে?**

---

[১] ইমাম আহমেদ তাঁর 'মুসনাদে' বর্ণনা করেছেন, এটি আহমেদ শাকির হতে 'সহীহ্' বলে ঘোষিত তাঁর 'তাখরীজে' মুসনাদ আহমাদ' খন্ড ১১/২০৩ উরওয়াহ ইবনে আয যুবাইর হতে এবং আরেকটি বর্ণনায় এটা 'হাসান' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে আলবানী কর্তৃক 'সহীহ্ আল মাওয়ারীদ #১৪০৪- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনু আস কর্তৃক।

- এবং সেসব শাসকের ক্ষেত্রে কি হুকুম হবে যারা মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন এবং বিশুদ্ধ তাওহীদ হতে দূরে ঠেলে দেয় এবং দিবা-রাত্রি ষড়যন্ত্র করে এ আশায় যে তাদের ষড়যন্ত্র স'উল হবে?
- এবং সেসব শাসকদের ব্যাপারে হুকুম কি যারা আল্লাহ্ যে দ্বীন প্রেরণ করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু অংশকে ঘৃণা করে। যেমনঃ তাওহীদ এবং জিহাদ?
- এবং সে সব শাসকদের ব্যাপারে হুকুম কি যারা আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর আউলিয়াদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে?
- এবং সেসব শাসকদের ব্যাপারে কি হুকুম হবে যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আশ-শির্ক আল-আকবর তথা প্রধান প্রধান শিরকগুলো অনুমোদিত হয়, যা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা হয় না এবং পরিবর্তন করতে দেয়া হয় না?
- এবং সেসব শাসকদের ব্যাপারে কি হুকুম হবে যারা তাদের অবস্থান হতে নিচে নেমে উম্মাহ্র শত্রু ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তাদের খেদমতে নিয়োজিত হয় এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করে এবং তাদের রক্ষা করে?

উপরের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে একত্রিত হয়েছে *আল স'উদের তাওয়াগীত* -এর মধ্যেঃ

কারণ যখন কেউ *আল স'উদ* -এর এই সব মূলনীতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে অথবা কোন বিজ্ঞ আলিম তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তখন আল স'উদ এর *তাওয়াগীত* তা সহ্য করতে পারে না এবং তাদের সত্যিকারের অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী ফিরাউনের রূপটি আবির্ভূত হয়। যারা অন্যদের হুমকি দেয় ও খোলাখুলি ও পরিস্কার ভয় দেখায় এবং বলে, **"যদি তোমরা আমাদের পাশে একটি রব গ্রহণ কর আমরা তোমাদেরকে কয়েদীদের একজন বানিয়ে দেব।"**[২] সুতরাং *আল স'উদ* হচ্ছে এমন মানুষদের ***'রব'***, যাদের ভালোবাসা, ঘৃণা ও আনুগত্য হয় শুধু তাদের জন্য (অর্থাৎ তাদের উপর নির্ভর করে)। তারা শত্রুতার ঘোষণা দেয় তাদের বিরুদ্ধে যারা তাদের *(আল স'উদের)* বিরুদ্ধচারণ করে এবং তারা সব সময় তাদের *(আল স'উদের)* গৌরবের প্রশংসা করে থাকে। তারা বিবৃতি দেয় তাদের নির্দেশ মোতাবেক এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহে তারা তাদেরকে অনুসরণ করে ... ইত্যাদি। সুতরাং তারা তাদের ***'রব'*** ও ***'ইলাহ্'*** হিসেবে *আল স'উদের* উপাসনা করে। যেসব মতামত তাদের মতের বিরুদ্ধে যায় অথবা একে বাতিল করে দেয়, তারা তা গ্রহণ করে না; সে মতামতের পক্ষে যতই প্রমাণ, সাক্ষী, গবেষণা, দলিল এবং এমন সব বিষয় থাকুক না কেন।

আর এ কারণেই তারা এই উম্মাহ্র মুজাহিদীন এবং সত্যবাদীদের দৃঢ়তা ও নিশ্চিত বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানায়। মুজাহিদীনদের সাক্ষ্য প্রমাণসমূহকে বিতর্কিত এবং বিরুদ্ধচারণ করে আমাদের বিশ্বাসকে এইভাবে পরিবর্তন করে যে আল্লাহ্ আমাদের রব আমাদের প্রতিপালক না এবং তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে এইভাবে যে তাদের রব এবং প্রতিপালক আল স'উদ; যদিও তারা এটা খোলাখুলি ঘোষণা দেয় না, তবুও তাদের বিবৃতি, তাদের কথা তাই নির্দেশ করে। *আল স'উদের* গঠিত সৈন্য বাহিনী, জাদুকর, লেখক, সাংবাদিক, গণমাধ্যম তাদের যা আছে তার সবকিছু দিয়ে এসব *তাওয়াগীতকে* রক্ষা করে, যেমন আল্লাহ্ আজ্জাওয়াজাল বলেন,

﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾

"হ্যাঁ, তোমরা তো পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করলে, কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে বা কে তাদের উকিল হবে? "[৩]

---

[২] নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে।

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾

"সে ফেরাউন বললঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অপর মা'বুদ সাব্যস্ত কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।" [সূরাঃআশ্ শুআরাঃ২৯]

[৩] সূরা আন-নিসাঃ আয়াত ১০৯

সুতরাং তারা যা চায়, তা যদি কেউ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তারা তাকে জেলখানায় বন্দী করে ও নির্যাতন চালাতে থাকে এবং বলে যে, এমন লোকদের সাথে শুধু রাইফেল ও তলোয়ার ছাড়া আর কোন আলোচনা নয় । ভয় দেখানো, হুমকি দেয়া, নির্যাতন চালানো এবং উৎপীড়ন করা এগুলো হলো সে সব বিষয় যা ফিরাউনরা রপ্ত করেছিল এবং সেসব তারা প্রয়োগ করতো বিদ্রোহীদের উপরে ,যদিওবা তারা জানতো তারা সত্যের উপরে রয়েছে। এগুলো হলো একই পদ্ধতি যা যালিমরা সব সময় এবং সব জায়গায় রপ্ত করেছিল। যখনই তারা কোন আদর্শবাদী এবং জ্ঞান ভিত্তিক কোন দলের সম্মুখীন হত, তখন তারা পরাজিত হত, কারণ সাধারণ জনগণের সামনে তাদের তর্ক-বিতর্ক এবং তর্কাতীত সত্যের সামনে পরাস্ত তো তাদের হবারই ছিল। তখন তারা উৎপীড়ন, আগ্রাসন, শাস্তি, বন্দীকরণ এবং নির্যাতনের অস্ত্র ব্যবহার করত। এবং তারা তাই বলত যেমন ফেরাউন, মুসা ﷺ কে বলেছিল, যখন তিনি ফেরাউনের সাথে তর্ক করেছেন এবং তাকে পরাজিত করেছেন, সে বলল,

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾

"সে (ফেরাউন) বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অপর মা'বুদ সাব্যস্ত কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।"[৪]

এবং এটি একটি ফিরাউনিক তত্ত্ব যার সাক্ষী আজ আমরা, বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠানে যা গণমাধ্যম গুলোতে সব সময় প্রচারিত হচ্ছে এবং তারা কোন প্রতিপক্ষের সাথে নয়; বরং নিজেরাই নিজেদের সাথে তর্ক করছে। এসব অনুষ্ঠানের যে কোন অনুসারী এসব অনুষ্ঠানের শিরোনাম দিতে পারবে। এই অনুষ্ঠানে তারা দাবি করে যে, আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি তাই *আল স'উদ* যা দেখায় তা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং *আল স'উদ* হেদায়াতের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ দেখান না।

সুতরাং যারা তাদের মতামতের সাথে একমত নয় তারা এমন কাউকে তাদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে অথবা বিতর্ক করতে অথবা তাদের সাথে কোন নিরপেক্ষ চ্যানেলে বা খোলা পর্দার সামনে আসতে অনুমতি দেয় না। বরং তারা অনুরূপ করতে অসমর্থ এবং আমি তাদেরকে কোন একটি অনুষ্ঠানে ডাঃ সাদ আল ফাক্বিহ, উদাহরণ স্বরূপ বা ডঃ আল মাসারী বা আল মাক্বদীসী বা হানী আস সাবাইয়ের ... সাথে সম্মুখে আসার আহ্বান জানাই বা গিয়ে শাইখ উসামাহ বিন লাদেন (আল্লাহ উনাকে হিফাজত করুন) -এর সাথে সাক্ষাত করতে আহ্বান জানাই এবং তার সাথে বিতর্ক করতে এবং সে বিতর্ক রেকর্ড করার আহ্বান জানাই, যাতে সত্য প্রকাশিত এবং পরিস্কার হয়, যদি তারা সত্য জানতে আগ্রহী হয়। এ তালিকা আরও দীর্ঘ, কিন্তু তারা সচেতন যে তখন ভুলগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়বে, কারণ তারা কোন অপবাদ ছাড়া এখন যেভাবে আছে সেভাবে থাকতে পছন্দ করে। তুমি যদি তাদের সত্যতা এবং তাদের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা কর তবে তুমি দেখবে যে, তাদের বিতর্কের অনুষ্ঠানগুলোতে তারা তাদের নিজেদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে। যেমনঃ যখন আল আওয়াজী আল জাজিরাহ তে আসলেন, তিনি অনুসন্ধানকারীদের, শাসকদের, ইসলামিক বিষয়সমূহের প্রধান মুফতি এবং অন্যদের সমালোচনা করছিলেন, তখন তিনি আল সা'উদের *তাওয়াগীত* হিসাবে ভূষিত করলেন। আবার দ্বিতীয় দিন আল বুরাইক এবং রাশিদ আজ জাহরানী সহ একদল শাইখ স'উদী চ্যানেল-১ এ আবির্ভূত হলেন এবং আল ইদী এবং আস সাদলান এম বি সি চ্যানেলে বেড়িয়ে আসলেন আল আওয়াযী এবং তার মত যারা আছে তাদের সমালোচনার উদ্দেশ্যে। আল হাওয়ালী ইসলামিক রাষ্ট্র প্রধানদের ব্যাপারে অভিযোগ করতে সামনে আসলেন, কিন্তু তখন সংবাদ মাধ্যম তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা শুধু একটি বিষয়ে চুক্তির উপর আছে এবং তা হল আল সা'উদের বিরুদ্ধে যেই দাঁড়াবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চাই, সে মুজাহেদীনদের মধ্য হতে হোক বা সত্যপন্থী ব্যক্তিদের মধ্যে হতে হোক। অন্য সব বিষয়ে তারা পরস্পর বিরোধী বৈমাত্রী ভাই স্বরূপ কিন্তু মুজাহিদীনদের জন্য এবং সেইসব মানুষ যারা পরিবর্তন খোঁজে, তাদের ভিন্ন মতামতের জন্য তারা মানব সমাজে বসবাস করতে পারে না। তাদের অবস্থান হয় জেলখানায় কিংবা অন্ধকার পাতাল ঘরে। এছাড়া কেন তারা মুজাহিদীন এবং উলামাদের জেলখানায় রাখবে যদি তারা তাদের বিরুদ্ধাচারণের জন্য জোড় করে? কেন তারা তাঁদেরকে মুক্ত করে না, যাতে তাঁরা মানুষকে তাদের মানহাজ বা পন্থার দিকে ডাকতে পারে যে আদর্শের উপর তাঁরা রয়েছে? কেন তারা মানুষদেরকে তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ সমূহ এবং *তাওয়াগীতের* প্রমাণ সমূহ শুনতে দেয় না, যাতে তারা সে বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে সঠিকতর প্রমাণসমূহ অনুসরণ করতে পারে? এসব তাওয়াগীতরা যদি সঠিক পথের উপর থাকে তবে কেন তারা মুজাহিদীনদেরকে ভয় করে? যদি সত্যি সরকার ও জনগণ একত্রিত থাকে যা আমরা সারাক্ষণ শুনে থাকি, তবে তাদের এসব প্রতিবেদন ও প্রকাশনাসমূহ যা বিভিন্ন বিতর্কের জন্য লিখিত বা প্রকাশিত, তার প্রতি এত ভয় কেন? কেন এসব ভয় এবং সন্ত্রাস বিভিন্ন আকাশ মাধ্যমের কালো পর্দায় (আল আসলাহ) প্রদর্শিত হয় এবং তাদের রয়েছে অসংখ্য টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র এবং আলিমসমূহ। যদি তারা সত্যের উপর থাকত যেমনটি তারা ভাব

[৪] সূরা আশ–শুয়ারাঃ আয়াত ২৯

করে এবং সরকার ও জনগণের মাঝে পূর্ণ সহযোগিতা থাকতো, তবে কেন যখন শাইখ উসামাহ *আল-জাজিরাহ* তে উপস্থিত হন তখন তাদের সিংহাসন সমূহ কেঁপে উঠে?

এগুলো হলো সেসব বিষয় যা *তাওয়াগীত* এবং ফিরাউনরা কোন যুগেই মেনে নেয়নি। কোন যালিমই তা মেনে নিবে না যতই সে দাবী করুক দৈনন্দিন ও বাস্তব জ্ঞানে পারদর্শী, নিজ আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং দাবী করুক যে সে খোলা মনের অধিকারী, বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করে এবং তার দরজা খোলা এবং সে গণতান্ত্রিক -এগুলো হলো কিছু শ্লোগান মাত্র যা ছবিসমূহকে উন্নত ও উজ্জ্বল করতে ব্যবহৃত হয়। তা না হলে বাস্তবতা হলো যে একটি পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে আর তা হলো বন্দী করার হুমকি দেখানো; তবুও প্রত্যেক যুগে এসব হুমকি সত্যপন্থী মানুষদের তাদের ঈমান ও জিহাদের প্রতি আহ্বান হতে নিবৃত্ত করতে পারে নি। যদিও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে কিছু মিথ্যা দিয়ে জনগণকে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল বা যদিও পশ্চাদগমনকারী পশ্চাদে গমন করেছিল এবং তাদের গোড়ালির উপর ভর করে ফিরে গিয়েছিল।

যেহেতু সত্য কখনও পরাজিত হবে না এবং কোন কৌশলই সত্যপন্থী মানুষের অন্তরে কোন ভয় প্রবেশ করাতে পারবে না, কারণ তাঁরা নিশ্চিত যে আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন (এবং যেহেতু তিনি) তাদের কথা শোনেন, তাদেরকে দেখেন, তাদেরকে রক্ষা করেন এবং (যেহেতু তিনি) তাদের বিজয় দিবেন। এসব কারণেই তাঁরা সব হুমকি ও ভয় ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকে।

আমি বলি, ফিরাউনরা এ ব্যাপারে কোন পরোয়া করে না যে তাদের গণমাধ্যমে তাদের প্রতিপক্ষের উদ্দ্যেশে করা কিছু বক্তব্য যদিবা পরস্পবিরোধী হয়। ঠিক যেমন প্রথম ফিরাউন পরস্পবিরোধী কথা বলেছিল যখন সে সব শহরে দূত পাঠিয়েছিল।

﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾

"নিশ্চয়ই বনী ইসরাইল তো একটি ক্ষুদ্র দল। আর তারা আমাদের উত্তেজিত করেছে। এবং আমরা তো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সদা সতর্ক একটি দল।"[৫]

সুতরাং ফিরাউন তাদের বিরুদ্ধে জনমত তুলে ধরে, এ কথা বলে যে, সত্যপন্থী মানুষগুলোই হল সমস্যার কারণ, তাওয়াগীতরা তাদের অবমূল্যায়ন করে এবং সত্যপন্থীদের অপমান করে তারা তাদেরকে 'শিরথিমাহ' একটি ওজনহীন ছোট দল বা একদল পথভ্রষ্ট বাহিনী বা কিছু সংখ্যক মানুষ" বলে অভিহিত করে। 'শিরথিমাহ' এর অর্থ হল এমন একটি দল যা বাতিল, অনৈক্য, কোন উৎস ছাড়া দেশ বা মুলনীতি ছাড়া একত্রিত। এবং তারা একটি সংখ্যালঘু দল যারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত দিতে পারে না। তাদের এমন কেউ নেই যারা তাদের সাহায্য করবে আর যদি তারা সত্য ও সঠিক পথের উপর থাকত, তবে তারা ক্ষুদ্র দল হত না।

সত্যপন্থীদের এই সব সমাবেশে ফিরাউনরা সব সময় একটি পরিস্কার খোলাখুলি বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ে এবং এর পরই তারা বলে যে, সত্যপন্থী ও জিহাদপন্থীদের দ্বারা তারা এবং তাদের নিকটতমরা বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে।

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾

"তারা তো আমাদের উত্তেজিত করেছে।"[৬]

এটা বলতে বোঝায় এই যে সত্যপন্থীরা তাদের ক্রুদ্ধ করে এবং তাদের অন্তরকে ঘৃণা-বিদ্বেষ দিয়ে পূর্ণ করেছে,কারণ তাদের প্রতি তাদের ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষতা এবং তাদের বিচার, আইন কানুন ও বাহিনীর প্রতি তাদের ভিন্নমত পোষণ করা এবং তাদের নেতৃত্বে ও দাসত্ব হতে তাদের মুক্তি ঘোষণা।

ফিরাউনদের কাছে পরিষ্কার প্রতিভাত হলো যে, এটা কোন বিষয় নয় যে সত্যপন্থী মানুষ অথবা মুজাহিদীন যেই হোক না কেন, তাঁরা তাদের জন্য, তাদের রাষ্ট্রের জন্য, তাদের বাহিনীর জন্য বিপদজনক এবং তাঁরা একটি তাৎক্ষনিক বিপদের সম্ভাব্য কারণ।

---

[৫] সূরা আশ–শুয়ারাঃ আয়াত ৫৪-৫৬

[৬] সূরা আশ-শুয়ারাঃ আয়াত ৫৫

তাই তাঁরা যদি ওজনহীন বা মূল্যহীন একটি ছোট দল হতো, তখন তাঁরা কিভাবে একটি বড় জাতির মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? কিভাবে তাঁরা একটি বড় জাতির জন্য বিপদজনক হয়? এতসব সাবধানতারই বা দরকার কি?

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾

"এবং আমরা তো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সদা সতর্ক একটি দল।"[৭]

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা সবাই তাদের ব্যাপারে অবসাদগ্রস্ত, তাদের ব্যাপারে সতর্ক, তাদের সমস্যার ব্যাপারে সচেতন, তাদের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং তাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন। মনে কর, 'হাযীরুন' শব্দটি একটি বহুবচন ,একবচন 'হাযীর' শব্দের। এবং এর বিশেষণের অর্থ সাবধান, যার ক্রিয়াপদ 'হাযার' চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং এটি বলতে বোঝা যায় চূড়ান্ত সাবধানতা। এটি ফিরাউনদের কার্যকলাপের আরেকটি অসংগতি। কারণ যদি সত্যপন্থী জনতা একটি ক্ষুদ্র দল হত,তবে তাদের বিষয় নিয়ে এত চিন্তার কি আছে এবং তাদের ব্যাপারে এত সতর্কতার কারণ কি এবং এত সাবধানতারই বা কি দরকার?

নিশ্চয়ই মুসা ﷺ এবং যারা তাঁকে বিশ্বাস করত তাদের উপর ফিরাউনের অভিযোগ ছিল যে তারা ছিল একটি ক্ষুদ্র দল এবং তাই তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করো এবং তাদেরকে ভেঙে চুরমার করে ফেলো। সেই একই যুক্তি সকল প্রভূত্ব প্রয়াসী *তাওয়াগীতরা* প্রয়োগ করেছে। যারা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, তাদেরকে তারা দোষী সাব্যস্ত করেছে,কারণ তারা ক্ষুদ্র দল এবং সংখ্যালঘু যাদের কোন সম্মান বা ওজন নেই। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা *তাওয়াগীতদের* সাথে আছে, তাই সংখ্যালঘুদের উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে জোট বেঁধে তারা (সংখ্যালঘুরা) যে বিষয়ের উপর আছে তা পরিত্যাগ করে। আমি তাওয়াগীতের পক্ষের প্রবক্তা আল ক্বারানী সহ ২ জন শাইখ (১. আলি আল খুযাইর ২.নাসির আল ফাহাদ) এর আলোচনা লক্ষ্য করেছি এবং আমি দেখেছি যে, তিনি গণমাধ্যমের পক্ষে ছিলেন যখন এ যুগের ফিরাউনরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে যার প্রধান হল মুজাহিদীনরা। যেমনঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾

"অতঃপর ফেরাউন নগরে শহরে লোক সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করল এই বলে যে, নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল তো একটি ক্ষদ্র দল। আর তারা তো আমাদের উত্তেজিত করেছে এবং আমরা তো অস্ত্রশস্ত্রে সুজজ্জিত সদাসতর্ক একটি দল।"[৮]

সুতরাং তাদের গণমাধ্যমে পরিচালিত অভিযানে আশা করে যে, সাধারণ জনগণের মতামতকে তারা প্রভাবিত করতে পারবে, জনগণকে তাদের দিকে আকর্ষিত করতে পারবে এবং তাদেরকে মুজাহিদীনদের প্রতি ঘৃণা জাগাতে পারবে এবং তা করতে পারবে কিছু বিদ্বেষমূলক পরিচয় বর্ণনার মাধ্যমে যেমন, "*খারেজী*, *তাক্‌ফিরী*, পথভ্রষ্ট দল, একটি ক্ষুদ্র অসংগত দল।" তারা বলে যে মুজাহিদীনরা তাদের নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহারের আশা করছে। এবং তারা বলে যে মুজাহিদীনরা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী যারা জাতির ধ্বংস চায় এবং ফিরাউনদের এবং তাদের বড় বড় সমর্থনকারীদের প্রাপ্তিগুলো ধ্বংস করতে চায়। এভাবে ফিরাউনরা নিজেরাই জিহাদ ও মুজাহিদীনদের বাধা হয়ে দাঁড়ালো, এমনকি তা যদি নোংরা দোষণীয় পন্থায় হয় সে পথেও। সুতরাং তারা বিভিন্ন শহর থেকে জাদুকর এবং সৈন্যবাহিনী জড়ো করলো এবং তারা বিশ্বাস করল যে, তারা মুজাহিদীনদের নির্মূল করতে পারবে।

একদিন আসবে যেদিন আল স'উদের জাদুকর, আলিমগণ, লেখক, সাংবাদিক, গণমাধ্যমের লোকেরা এবং সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের মধ্যকার চূড়ান্ত ও উত্তেজিনাকর যুদ্ধটি সংঘটিত হবে। যে কেউ মূসা ﷺ এবং ফিরাউনের কাহিনী নিয়ে চিন্তা করবে এবং সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব নিয়ে চিন্তা করবে সে মূসা ﷺ এর বিরুদ্ধে ফিরাউনের জাদুকরগুলোর আক্রমন এবং আল-স'উদ কর্তৃক মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে মিডিয়াগুলোর আক্রমণ বা গণমাধ্যমগুলোর আক্রমণের মাঝে মিল দেখতে পাবে, তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার মাধ্যমে এবং জনগণকে তাদের থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার মাধ্যমে আল স'উদকে মুখ ঘুরিয়ে একথা

[৭] সূরা আশ–শুয়ারাঃ আয়াত ৫৬

[৮] সূরা আশ–শুয়ারাঃ ৫৩-৫৬

বলতে দেখা যাবে যে, মুজাহিদীনরা বোকা এবং তারা মূর্খ, তাদের মধ্যে কোন আলিম নেই, তাদর কোন লক্ষ্য নেই এবং তারা মুসলিমদের হত্যা করে ইত্যাদি। তারা শুধু দোষী সাব্যস্ত করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং তারা অন্য পথ অবলম্বন করে, যাতে করে তারা চারদিকের প্রধানব্যক্তি ও প্রভাবশালীগণ (মালা) যারা আইনের বিষয়গুলো পরিচালনা করার কারণে সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে তাদের উত্তেজিত করে এবং ফলস্বরূপ এসব মালাগণ তাগুতের সাথে থাকাকেই পছন্দ করে এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা লাভ ও পুরস্কার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। তারাও আক্রমণ চালাতে থাকে তাদের বিরুদ্ধে যারা তাগুতের বিরোধিতা করে, হোক তা সত্য অথবা মিথ্যা। এসব *তাওয়াগীত* তাদের পূর্ববর্তী ফিরাউনের ন্যায় তাদের ধূর্ততার মাধ্যমে জানে এই মালাগনের মানসিক অবস্থা। সুতরাং তারা মালাগণকে বলে যে, এইসব মুজাহিদীন তাদের আহ্বান, সামরিক অভিযান এবং অবস্থানের মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি হতে বের করে দিতে চায় এবং সরকারের পতন চায়। এর মানে হলো মন্ত্রীত্বের অবসান এবং সেই সাথে পদমর্যাদা, অর্থ এবং সামাজিক অবস্থানের বিলুপ্তি এবং জনগণ তোমাদেরকে তাদের পদতলে পিষে ফেলতে পারে। অন্য কথায়, তোমরা তাদের দাওয়াহ এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছো।

তাই তোমাদের (প্রভাবশালীদের) পদমর্যাদা, মন্ত্রীত্ব, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তোমাদের সম্পদ সমূহ বিপদে রয়েছে। সুতরাং তোমরা যদি এসব মুজাহিদীনদের ব্যাপারে নীরব থাকো এবং তোমরা যদি তাদেরকে সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ করতে দাও এবং তাদের চিন্তাধারা তাদের আদর্শের দিকে তাদের আহ্বান করতে দাও, তবে তোমরা নির্মূল হয়ে যাবে, তোমাদেরকে দেশ হতে বহিস্কৃত এবং বলপূর্বক তোমদের ভূমি হতে উচ্ছেদ করা হবে। তারা তোমাদেরকে নৃশংসরূপে হত্যা করবে। সুতরাং তোমাদের ভালোর জন্যই তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও আর এভাবেই প্রভাবশালীদের সাথে জোড়পূর্বক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবি, আলিম এবং ইত্যাদির মাধ্যমে আল স'উদের *তাওয়াগীত* সুরক্ষিত থাকে । তারা তাদের পক্ষ হতে তাদের সাথে মুক্ত হওয়াকে সংরক্ষণ করে এবং যেহেতু তারা কখনও মুজাহিদীনদের পক্ষ নেয়ার কথা চিন্তাও করে না, এমনকি যদি তাদের কাছে এটা পরিস্কার হয় এবং তাদেরকে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে দেখানো হয় যে তারা (মুজাহিদীনরা) সত্যের উপর রয়েছে।এমনি করে প্রভাবশালীদে কে *তাওয়াগীত* কর্তৃক অনুপ্রাণিত করার পর, আল স'উদের পরিকল্পনার স্পর্শকতারতা ও ভাব গাম্ভীর্যের কারণে এবং মুজাহিদীনদের কর্তৃক তাদের ব্যাপারে পরিকল্পনার জন্য তাওয়াগীত ও মালাগণের মধ্যে সমঝোতা তৈরী হয়। যখনই তাগুত মনে করে যে সে আসন্ন বিপদে রয়েছে, সে হঠাৎ করে তার দেহরক্ষীদের, সাহায্যকারী এবং অফিসারদের নৈকট্যের চাহিদা অনুভব করে, তখন সে গনতান্ত্রিক হওয়ার ভান করে এবং তাদের কাউন্সিলের সাহায্য চাওয়ার ভান করে যেন সে দেশের ও মানুষের কল্যাণের জন্য এসব কিছু করেছে এবং ভান করে যে সে তার নিয়ম সিদ্ধান্ত, দায়িত্ব, আদেশ, পরিচালনকার্য তাদের সাথে ভাগাভাগি করে করছে এবং সে ঘোষণা করে যে সে তাদের মতামতকে সম্মান দেখায় এবং তা গ্রহণ করে এবং সে তাদের হুকুম বাস্তবায়িত করে এবং তাদেরকে বলে, *"সুতরাং তোমরা আর কি পরামর্শ আদেশ কর?"*[৯] কিন্তু কবে এসব মালাগণ, এসব অনুগত বান্দাগণ, আল স'উদের চতুর্দিকে আদেশ করেন? কবে তারা (আল স'উদ) উপদেশ গ্রহণ করে? কবে তারা তাদেরকে পরামর্শ দিতে বলে? কবে তারা প্রভাবশালীদের আদেশ বাস্তবায়ন করেছে? এটা হলো ফিরাউনদের সেই খেলা যা তারা সেই যুগ থেকে খেলে আসছে যখন তাদের সিংহাসন প্রকম্পিত হয়েছিল; ঠিক যেমনি করে এটা প্রথম ফিরাউন খেলেছে, আল স'উদের ফিরাউনরা তেমনি করে আজ তা খেলছে, কারণ তাদের সিংহাসন প্রকম্পিত হয়েছে এবং তাদের উদরসমূহ আন্দোলিত হয়েছে এবং এই যে প্রতারণা তারা প্রভাবশালীদের সাথে খেলেছে তা বিদ্বেষ মূলক এবং চাতুরীপূর্ণ এবং ফলাফল হলো যে তারা তাদেরকে তাদের কথা ও নিশ্চয়তাকে বিশ্বাস করবে এবং আল স'উদের বাহিনীকে প্রভাবিত করবে এবং যে আল স'উদের আজ তাদের দিক নিদের্শনার প্রয়োজন। তাদের আদেশও এখন বাস্তবায়িত হবে এবং তাদের এখন স্যাটেলাইট চ্যানেলে বের হতে কোন সমস্যা নেই। এবং তারা উপলব্ধি করে ও আদেশ দেয় **"আমাদের প্রত্যাশা তাদের থেকে মহোত্তর এবং আমরা তাদেরকে সদয় হতে বলি"** যেমন আল আওয়াজী করেছিলেন। তাদের ইচ্ছা কি তাদের

---

[৯] নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾

"ফেরাউনের কওমের সর্দাররা বললঃ নিশ্চয়ই এ এক বিজ্ঞ যাদুকর সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?" [সূরা আল–আরাফঃ ১০৯-১১০]

﴿ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾﴿ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾

"এবং ফেরাউন তার আসে পাশের সভাসদদের বললঃ নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি এক অভিজ্ঞ যাদুকর। সে তার যাদুবলে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়; অতএব তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছ?" [সূরা আশ-শুআরা ৩৪-৩৫]

প্রভূ এবং তাদের দেবতার ইচ্ছার অনুরূপ? উত্তর হলোঃ না। কিন্তু এটাই সেই মিথ্যা বিশ্বাস যা আল স'উদের *তাওয়াগীত* তাদেরকে দেয়। এভাবে প্রভাবশালীদের সামনে উপদেশ বা পরামর্শ দেয় এবং সে সব সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি লিখে দেয় যা মুজাহিদীনদের নিশ্চিহ্ন করবে। যখন মুজাহিদীন ও আল স'উদের বিষয়টি জনগণের আগ্রহের মূল বিষয় এবং তাদের সমাবেশে আলোচনার মূল বিষয় এবং তাদের দৃষ্টি ও গবেষণার বিষয় এবং আসছে আল স'উদের সাথে যুদ্ধের সময়ের উপাধি যখন সব মানুষের আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে, এটা সেই একই ঘটনা যা পুনারাবৃত্তি হচ্ছে, যা মুসা ﷺ এবং ফিরাউনের সময় ছিল মানুষের আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দু। তাদের সমাবেশে আলোচনার বিষয় এবং তাদের দৃষ্টি ও গবেষণার বিষয় তারা মিশরীয় হোক বা বনী ইসরাইল হোক। যুদ্ধের সময়ের উপাধি মানুষের আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে, অপেক্ষা করা হচ্ছে জাদুকরদের সমাবেশ ও রাজধানীতে তাদের অগ্রসরের জন্য এবং তারা আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে সেই আকর্ষনীয় তারিখের জন্য। ঠিক আজকের ঘটনার মত এবং বেশির ভাগ মানুষই হলো তাদের সাথে যারা বিজয়ী হবে। ঠিক যেমনটি ইতিহাসে জানা আছে।

﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴾

"যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি উহারা বিজয়ী হয়।"[১০]

যদি তারা জয় লাভ করে। সব শহরের ও প্রদেশের শাসকগণ জাদুকরদের এবং তাদের বাহিনী জরো করতে শুরু করেছিল এবং তাদের ফিরাউনের কাছে পাঠানো হচ্ছিল এবং তারা একত্রিত হয়েছিল মূসা ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ফিরাউন ইচ্ছা করলো যুদ্ধের ব্যাপারে জাদুকরদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে এবং মূসা ﷺএর সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে তুলতে এবং তার কাছে তাদের আনুগত্য গভীরতর করতে। সুতরাং সে তাদেরকে তার সাথে একটি ব্যক্তিগত ও নিবিড় আলোচনায় একত্রিত করল এবং মূসা ﷺ এর ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলল এবং পুনারাবৃত্তি করল মূসা ﷺ কে দোষী সাব্যস্ত করে যে মূসা ﷺ একজন জাদুকর এবং সে দেশের ধ্বংস চায়, যেমনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾

"ফেরাউন বললঃ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব আর সে তার পালনকর্তাকে ডাকুক আমার আশংকা হয় পাছে সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দেয় বা দেশময় বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে তা হতে মুক্ত করতে পারবে।"[১১]

এখন এটা তোমার কাজ এই দুই পরিস্থিতি এবং দুই ঘটনা তুলনা করা এবং চিন্তা করা যে আল স'উদের জাদুকররা কি করছে, তারা কি সত্যিকারের জাদুকর, না তারা গণমাধ্যম ও স্যাটেলাইটের জাদুকর। এই ফিরাউনিক আত্মপক্ষ সমর্থন এবং ব্যাখ্যাসমূহ ঠিক আজকের তাগুতদের কাছে আমরা শুনি তাদের মুজাহিদীন এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মাহর সত্যনিষ্ঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে, সুতরাং তাগুত নিজেকে জনগণের সামনে উপস্থপন করে যেন সে একজন সত্যাশ্রয়ী এবং ধার্মিক বিশ্বাসী, যে তার ঈমান আক্বিদার উপর সুদৃঢ় নৈতিকতার ক্ষেত্রে সতর্ক এবং ভালোর ব্যাপারে সচেতন, উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা, নিরাপত্তার জাঁকজমকের একজন একনিষ্ঠ কর্মী, অন্যদিকে তুমি তাদেরকে সত্যের আহ্বানকারী মুজাহিদীন এবং ধার্মিক আলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রচার করতে দেখবে, এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যে তারা পৃথিবীকে জিম্মি করছে এবং অগ্রযাত্রা ব্যাহত করছে এবং তারা অধঃপতনে গিয়েছে এবং অন্যদের অধঃপতনে নিয়ে গিয়েছে। তারা শয়তানের দূত এবং পথভ্রষ্ঠতা ও অব্যবস্থার নেতা এবং এজন্য তাদের শয়তানী লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বেই তাদেরকে নির্মূল করা ও তাদের হতে রক্ষা পাওয়া একান্ত কর্তব্য। সাইয়েদ কুতুব رحمه الله বলেন, **"ফি যিলালিন কুর'আন ৫/৩০৮৭"**

"এর থেকে কি আর কিছু অধিক অস্বাভাবিক হতে পারে, পথভ্রষ্ঠ মুশরিক ফিরাউন মুসা ﷺ কে যা বলেছে,

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾

"ফেরাউন বললঃ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করে ফেলব আর সে তার পালনকর্তাকে ডাকুক। আমার আশংকা হয়, পাছে সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দেয় বা দেশময় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।"[১২]

---

[১০] সূরা আশ-শুআরাঃ আয়াত ৪০

[১১] সূরা গাফিরঃ আয়াত ২৬

এটা কি সেই উক্তি নয় যা সকল অত্যাচারী শাসকরা প্রত্যেক সংস্কারের জন্য আহ্বানকারীদের ব্যাপারে করেছে? এটা কি ঠিক একই মিথ্যা এবং নিকৃষ্ট উক্তি নয় যা সুন্দর সত্যের মুখের উপর করা হয়েছিল? এটা কি সেই বিদ্বেষপরায়ণ ভ্রান্তিমূলক বাক্য নয় যা শান্ত বিশ্বাসের মুখে বিপদের উত্তেজনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই এটা একই যুক্তি যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে প্রত্যেক সময় যখন সত্য মিথ্যার মুখোমুখি হয়েছিল, ঈমান কুফরের মুখোমুখি হয়েছিল এবং সত্যনিষ্ঠাবানগণ জালেমদের মুখোমুখি হয়েছিল। সময় চলে যাওয়া এবং স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরনো ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হয় এবং এটা নিজে থেকেই সময় সময় আত্মপ্রকাশ করে। এবং আমি বলবো যে নাইফ ইবনে আব্দিল ইনযিলিয[১৩] অপেক্ষা আর কিছু অস্বাভাবিক আছে কি যে, উমরাহ্ করার জন্য যেসব মানুষরা গমন করেছিল তাদেরকে মুজাহিদীনরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে বলে অভিযুক্ত করেছে। এর থেকে অস্বাভাবিক আর কিছু আছে যে বলে যে ক্রুসেডারদের প্রাঙ্গন সত্যি মুসলিমদের প্রাঙ্গন ছিল, কারণ মানুষ মাঝরাতের পর সেখানে তারাবীহ পড়েছে?

এর থেকে হাস্যকর অধিক কি কিছু আছে যখন বলা হয় যে আল স'উদ যারা মুসলিম নিধন করেছে আফগানিস্তানে, ইরাকে, সুদানে, ইয়ামানে এবং যারা ক্রুসেডারদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, তারা দ্বীন এবং আক্বিদার সংরক্ষক। যেখানে মুজাহিদীনরা কুফফারদের শিক্ষার পর শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে এবং যারা আফগানিস্তান, বসনিয়া-হেরজেগোভিনা, কাশ্মীর, চেচনীয়া এর মুসলিমদের রক্ষা করেছে এবং তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাকফীর করেছে এবং তাদের হত্যা করতে চেয়েছে?

তাওয়াগীত সমূহ তারা যেখানেই থাকুক না কেন বা যেখানেই বসবাস করুক না কেন তারা সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং এর জনগণদের হত্যা করতে, এর সমর্থকদের, নেতাদের এবং বাহকদের হত্যা করতে ফেরাউনের পন্থার খোঁজ করে এবং তারা জনসাধারণ হতে তাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য একত্রিত করার জন্য চেষ্টা করে, এই অপরাধ বহন করার জন্য এই পাপ, এই বোঝা, এই রক্ত ক্ষরণ বহন করার জন্য। সুতরাং তারা ফাতওয়া খোঁজে, আলোচনা চালায়, সাক্ষাৎকার নেয় এবং তারা এসব সিদ্ধান্ত হতে তাদের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে আর্বিভূত হয়।

পরিশেষে হে আমার ভাইয়েরা, নিশ্চয়ই এই রাষ্ট্র, আল স'উদের এই রাষ্ট্র চিরস্থায়ী অপেক্ষা ধ্বংসের অধিক নিকটবর্তী এবং আমি নিশ্চিত যে তাদের সমাপ্তি অতি নিকটেই চলে এসেছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের কোন একজনকে ঝুলাবে (ফাসী দিবে) বা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে তাকে এদের নাড়িভুড়ি ব্যবহার করা না পর্যন্ত ক্ষান্ত হতে দিও না । আর তারা হল সাদ আল বারিক্ব, আ'ইয আল ক্বারনী, মুহসীন, আল আওয়যী, সুলাইমান আল ইদী, মুহাম্মদ আল আওইন, হামিদ আল গামিদী এবং প্রধান আলিমদের সভার সকল সদস্য এবং তালিকাটি দীর্ঘ ও তোমাদের অপরিচিত নয়। সুতরাং তোমাদের একজন যেন তার ক্ষুর ধারালো করে এবং তাওয়াগীতকে শাস্তি দেয় তাদের চামড়ার মাধ্যমে এবং তাদের জবাই করে। এটি শুধু ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষতিপূরণকৃত কাজ অনুযায়ী হয়।

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তাওয়াগীতকে ধ্বংস করার আনন্দ কবুল কর।

হে আল্লাহ! সকল প্রধানদের প্রধান, মেঘের নিয়ন্ত্রক, কিতাবের নাযিলকারী, দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, দলসমূহ পরাজিত কারী, আমেরিকা ও এর মৈত্র সমূহকে পরাজিত কর।

হে আল্লাহ্! তাদের ধ্বংস কর, তাদের প্রকম্পিত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জয় দাও।

হে আল্লাহ্! তাদেরকে টুকরো টুকরো করে কাটো এবং তোমার আযাব সমূহ হতে একটি আযাব দিয়ে পর্যদুস্ত কর।

হে আল্লাহ্! তাদের চ্যাপ্টাকরণের তীব্রতা বাড়িয়ে দাও।

হে আল্লাহ! তোমার দাসদের, মুজাহিদীনদের জন্য বিজয় কবুল কর।

হে আল্লাহ্! তাদের নিশানা ও তাদের তীরের দিক নির্দেশনা দাও।

---

[১২] সূরা গাফিরঃ আয়াত ২৬

[১৩] প্রিন্স নাইফ ইবনে আব্দিল আযিয নাইফ ইংরেজের গোলামের পুত্র।

হে আল্লাহ! তাদের দূর্বলদের উপর দয়া কর, তাদের ক্ষত সারিয়ে দাও, তাদের বিষয় সমূহের দায়িত্ব নাও, তাদের সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাসকে দৃঢ় কর, তাদের কালেমাকে ঐক্যবদ্ধ কর, তাদের দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং তাদের নেতাদের হিফাজত কর।

হে আল্লাহ্ তোমার কাছ থেকে তাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর, তাদের হৃদয়কে পুষ্ট কর। তাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও, তাদের পা সমূহকে দৃঢ়পদ রাখ এবং তাদের জন্য কাফিরদের উপর বিজয় কবুল কর। আমিন।

ইয়া রাব্বুল আ'লামীন।

আবু সালমান ফারিস ইবনে আহমদ আল শুয়াইল আজ জাহরানী কর্তৃক লিখিত।

আরব উপদ্বীপে তাগুতের একটি জেলখানায় বন্দী

আল্লাহ্ তাঁকে দ্রুত মুক্তিদানের ব্যবস্থা করুন।

২৭/৯/১৪২৪ হিজরী।